গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-স্বাপকম/চিশিজ-২/আইন ও বিধি-৩/(অংশ-২)/২০০৮/১৬২ তারিখঃ ২২-০৬-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ ।

বিষয় ঃ **বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্হাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত)।**

জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে পর্যাপ্ত চিকিৎসক এর অভাব রয়েছে। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার লক্ষ্যে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে মানসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরী করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জারী করা হলো।

২.০ **অবকাঠামোগত শর্তাবলী:**

২.১ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট/ফাউন্ডেশন/ লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে স্থাপন করা যাবে।

২.২ সর্বনিম্ন ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্হাপনের জন্য মেট্রোপলিটন সিটি এলাকায় কমপক্ষে কলেজের নামে ২ (দুই) একর জমিতে অথবা নিজস্ব জমিতে কলেজের একাডেমিক ভবনের জন্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বর্গফুট এবং মেট্রোপলিটন সিটির বাহিরে (অন্যান্য এলাকায়) ৪ (চার) একর নির্মাণযোগ্য জমিতে অথবা নিজস্ব জমিতে উপরে বর্ণিত ব্যবহার উপযোগী ফ্লোরস্পেস থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট/ফাউন্ডেশন/কোম্পানীর অধীনে জমি কলেজের নামে পৃথকভাবে হস্তান্তরিত থাকতে হবে। প্রারম্ভে একাডেমিক ও হাসপাতাল মিলে সর্বনিম্ন মোট ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) বর্গফুট প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সহ ফ্লোর স্পেস থাকলে মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেয়া যাবে। তবে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) বর্গফুট ফ্লোরস্পেস সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। অধিকতর আসনবিশিষ্ট কলেজ স্থাপন বা ইতোপূর্বে স্থাপিত কলেজের আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে ফ্লোরস্পেস ও অবকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে।

২.৩ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শুধুমাত্র নির্ধারিত প্লট/জমিতেই স্থাপন করতে হবে। স্থায়ীভাবেত নয়ই সাময়িকভাবেও কোন ভাড়া বাড়ীতে কলেজ ও হাসপাতাল স্হাপনের অনুমতি দেয়া হবে না।

২.৪ কলেজের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে ১ (এক) কোটি টাকার স্থায়ী আমানত রাখতে হবে। কলেজ অনুমোদিত হলে স্থায়ী আমানতটি স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া এই অর্থ উত্তোলন বা ব্যয় করা যাবে না তবে গর্ভনিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে কলেজ কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র বছরান্তে প্রাপ্ত সুদ উত্তোলন করে কলেজের হিসাবে স্হানান্তর করতে পারবে। স্থায়ী আমানত এর অর্থ উত্তোলন বিষয়ে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে একটি প্রত্যয়ন পত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। স্থায়ী আমানতের বিপরীতে কোন ঋণ গ্রহণ করা যাবে না। কলেজ অনুমোদিত না হলে স্থায়ী আমানতটি কলেজ কর্তৃপক্ষ ভাঙ্গতে পারবে। কোন ব্যক্তির নামে কলেজ করতে হলে অতিরিক্ত ১ (এক) কোটি টাকার স্থায়ী আমানত কলেজের নামে একই নিয়মে রাখতে হবে যা উত্তোলনের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

২.৫ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কমপক্ষে ২(দুই) বৎসর পূর্ব হতে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ নুন্যতম ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল (৭০% বেডঅকুপেন্সীসহ) চালু থাকতে হবে পরবর্তিতে চিকিৎসা শিক্ষার জন্যে একটি পূর্নাঙ্গ প্রশিক্ষণ হাসপাতালে রুপান্তর করা যায়। হাসপাতালে দরিদ্র জনগণের জন্য বিনা ভাড়ায় অন্ততঃ ১০% বেড সংরক্ষণসহ ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে। হাসপাতালে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বক্ষনিক জরুরী চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম থাকতে হবে।

২.৬ একই ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সহ কলেজ একাডেমিক ভবন ও হাসপাতাল ভবন আলাদা থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই ২য় ক্যাম্পাসের ধারনা গ্রহণযোগ্য হবেনা। বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ছাত্র/ছাত্রীর আসন সংখ্যা অনুসারে হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা নুন্যতম ১ঃ৫ অর্থাৎ ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল থাকতে হবে।

৩.০ **শিক্ষা কার্যক্রম চালুর শর্তাবলীঃ**

৩.১ কোন উদ্যোক্তা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএমডিসি এর লিখিত সম্মতি ব্যতিত মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন না। নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির ২ (দুই) বছরের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হলে প্রাপ্ত অনুমোদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। কোন কলেজে সাময়িকভাবে ভর্তি স্থগিতাদেশ প্রদান করা হলে স্থগিতাদেশ প্রদানের ২ (দুই) বছরের মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে ব্যর্থ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কলেজের অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩.২ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের আবেদন পত্রের সাথে কলেজ ও হাসপাতালের জন্যে প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম, পদ সৃষ্টির বিবরণ (বেতন স্কেল উল্লেখ সহ), সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী বিধিমালা অনুমোদনের জন্যে দাখিল করতে হবে। আসন সংখ্যানুপাতে একাডেমিক পদসৃষ্টি, বেড সংখ্যানুপাতে হাসপাতালের পদ সৃষ্টি ও প্রশাসনিক পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিএমডিসি'র নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। জনবলের পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন করিয়ে কলেজ অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.৩ সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো ও চাকুরী বিধিমালা অনুসারে বেসরকারী মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম (ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি) শুরুর পূর্বে কলেজ ও হাসপাতালের জন্যে জনবল নিয়োগ করে পূর্নাঙ্গ বিবরণী মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে। জনবলের পরিবর্তন ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জানাতে হবে।

৩.৪ বেসরকারী মেডিকেল কলেজে শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ হবে সার্বক্ষনিক। বিএমডিসি-র নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারিত হবে এবং শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ঃ১০ হবে। শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বয়স সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা অনুযায়ী হবে। প্রয়োজনে খন্ডকালীন শিক্ষক (অধ্যাপক,সহযোগী/সহকারী অধ্যাপক) নিয়োগ করা যাবে, তবে কোন একক বিভাগে তা অনুমোদিত পদের ২৫% এর বেশী হবে না। সরকারী চাকুরীতে আছেন এমন কাউকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নেওয়া যাবেনা।

৩.৫ কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত লাইব্রেরী, খেলাধুলা, বিনোদন ও ছাত্র/ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্হা থাকতে হবে।

৩.৬ কলেজের ৫% আসন দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং উল্লিখিত ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তাদের নিকট থেকে সরকারী মেডিকেল কলেজের অনুরূপ ফিস আদায় করা যেতে পারে।

৩.৭ বেসরকারী খাতে কোন মেডিকেল কলেজ চালু করতে হলে, কলেজ ও সংযুক্ত একাডেমিক হাসপাতালে এমবিবিএস কোর্সের জন্যে প্রযোজ্য বিভাগ সমুহের ফ্লোর স্পেস বরাদ্দ(এক্যুমোডেশন), টিচিং ও টেকনিক্যাল স্টাফ নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারন করে সংগ্রহ ও সজ্জিতকরণ ইত্যাদিতে বিএমডিসি কর্তৃক প্রণীত মান (Criteria & Minimum Standard Requirement for Recognizing Medical Colleges) অর্জন করতে হবে।

৩.৯ প্রতিটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ-এর সাথে ফিল্ড সাইট প্রশিক্ষণের জন্য একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও একটি কমিউনিটি সংযুক্ত থাকতে হবে।

৩.১০ প্রতিটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজে মেডিকেল এডুকেশন ইউনিট ও কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রোগ্রাম থাকতে হবে।

৪.০ আবেদনের পদ্ধতিঃ

৪.১ অনুচ্ছেদ ২.০-এর শর্তাবলী পূরণ করে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য প্রতি বছর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাওয়া যাবে) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবরে ১ম পরিদর্শন (নীতিগত অনুমোদন) ও ২য় পরিদর্শনের (একাডেমিক অনুমোদন) জন্যে পরিদর্শণ ফি হিসেবে ৫০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অফেরতযোগ্য পে-অর্ডার জমা দেয়ার রশিদ থাকতে হবে। আবেদনে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি অন্যান্য কলেজের নাম উল্লেখ করতে হবে।

৪.২ আবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি বিষদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সরেজমিনে পরিদর্শন করে রিপোর্ট প্রদানের জন্যে স্বাস্হ্য অধিদপ্তরে পাঠাবে। স্বাস্হ্য অধিদপ্তর প্রস্তাব গৃহিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা- নিরীক্ষাসহ নিম্নরূপ কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক নীতিগত অনুমোদন বিষয়ে স্পষ্ট মতামত দিয়ে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করবেঃ

(ক)	পরিচালক (চিশিজ), স্বাস্হ্য অধিদপ্তর/সমমর্যাদা সম্পন্ন	-	সভাপতি
(খ)	ডীন ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়	-	সদস্য
(গ)	অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যায়ের আওতাধীন যে কোন সরকারী মেডিকেল কলেজ	-	সদস্য
(ঘ)	বেসিক সায়েন্সের একজন অধ্যাপক / সহযোগী অধ্যাপক	-	সদস্য
(ঙ)	ক্লিনিক্যাল সায়েন্সের একজন অধ্যাপক / সহযোগী অধ্যাপক	-	সদস্য
(চ)	রেজিস্ট্রার/প্রতিনিধি, বিএমডিসি, ঢাকা	-	সদস্য
(ছ)	উপ সচিব (চিশিজ)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (চিশিজ), স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(জ)	সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্হ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.০ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য নীতিগত সম্মতি প্রদানঃ

৫.১ অনুচ্ছেদ ৪.০ অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় পর্যালোচনা করে কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে সম্মতি প্রদান/নাকচ করবে। কলেজ স্থাপনের জন্যে নীতিগত সম্মতি পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে অনুচ্ছেদ ৩.০-এ বর্ণিত শিক্ষা কার্যক্রম চালুর প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণপূর্বক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অবহিত করার জন্য বলা হবে। প্রস্তাব নাকচ করা হলেও কারনসহ বিষয়টি উদ্যোক্তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদন ফি হিসেবে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

৬.০ বেসরকারী মেডিকেল কলেজের একাডেমিক অনুমোদনঃ

৬.১ অনুচ্ছেদ ৫.১ অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর শর্তাবলী পূরণ করা হয়েছে মর্মে ট্রেজারী চালানের কপিসহ উদ্যোক্তা স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করলে অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদনটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরীত হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক মতামত/ সুপারিশসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

৬.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর মতামত/সুপারিশ পাওয়ার পর বিষয়টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ অনুমোদন সংক্রান্ত কমিটির সভায় একাডেমিক (চুড়ান্ত) অনুমোদন বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে। অনুচেছদ-৫.১ এর অনুরূপ গৃহীত সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তাকে জানিয়ে দওয়া হবে।

৬.৩ একাডেমিক অনুমোদন নবায়নের শর্তে সাময়িকভাবে দুই শিক্ষাবর্ষের জন্য দেয়া হবে। নবায়ন ফি হিসেবে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমাপূর্বক প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর সরকারী অনুমোদন নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। একাডেমিক অনুমোদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে নবায়ন ব্যতীত পুনরায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৭.০ **বেসরকারী মেডিকেল কলেজ পরিচালনার নীতিমালাঃ**

৭.১ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে চুড়ান্ত অনুমোদন লাভের পর শিক্ষা কার্যক্রম (ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি) শুরু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন/অধিভুক্তি নিতে হবে এবং নিবন্ধীকরণের জন্য অনধিক ২(দুই) মাসের মধ্যে বিএমডিসি'র নিকট আবেদন করে মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জানাতে হবে। ছাত্র/ছাত্রীরা ১ম প্রফেশনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিজ উদ্যোগে বিএমডিসি'র রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

৭.২ বেসরকারী মেডিকেল কলেজও সরকারী মেডিকেল কলেজের ন্যায় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/ বিএমডিসি কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুসরণ করবে।

৭.৩ বেসরকারী মেডিকেল কলেজও সরকারী মেডিকেল কলেজ এর ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাতালিকা থেকেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাবে।

৭.৪

(ক) বেসরকারী মেডিকেল কলেজ প্রথমবার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিসহ শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ, প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশক্রমে অবশ্যই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ ছাড়া কোন বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের আসন বৃদ্ধির কোন আবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবে না।

(গ) কোন বেসরকারী মেডিকেল কলেজ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিবে না। অনুমতি ব্যতিরেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ কলেজের অনুমতি বাতিল করা যাইতে পারে।

৭.৫ অনুচ্ছেদ-৮.১ ও ৮.২ অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শন, আকস্মিক পরিদর্শন, বিশেষ পরিদর্শন এবং কোন অভিযোগের তদন্তের সময় নীতিমালা পালনে কলেজের সদিচ্ছা এবং আসন সংখ্যানুপাতে বিএমডিসি প্রণীত, (Criteria & Minimum Standard Requirement for Recognizing Medical Colleges) এর শর্তাবলী অনুসৃত হচেছ কিনা মুল্যায়ন করা হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে কলেজের আসন সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি/ অনুমোদন বাতিল ইত্যাদি যেকোন প্রস্তাব থাকতে পারে।

৭.৬ কলেজের নিজস্ব একাডেমিক হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোন সরকারী/আধা সরকারী/ স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার/বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক বেসরকারী মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যাবেনা। তবে ফরেনসিক মেডিসিন ও রেডিওথেরাপি বিষয়ে সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হবে । এ সুবিধা সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষে কার্যকর হবে।

৭.৭ সরকারী মেডিকেল কলেজের অনুরুপ প্রতিটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজেও একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হবে এবং একই রকম কার্যপরিধি নিয়ে কার্যকরী থাকবে।

৭.৮ প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রী প্রাপ্ত হলেই বেসরকারী মেডিকেল কলেজ বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির যোগ্য হবে। এক্ষেত্রে অনুমোদিত আসনসংখ্যার ৭৫% দেশী ও ২৫% বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর স্বল্পতায় দেশী ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে আসন পুরণ করা যাবে। বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারী মেডিকেল

কলেজসমূহে বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির জন্যে যে নিয়ম কানুন অনুসরণ করা হয় বেসরকারী মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৭.৯ কলেজ-এর গভর্নিং বডির কাঠামো সংশ্লিষ্ট এফিলিয়েটিং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসারেই হবে। তবে প্রতিটি গভর্নিং বডিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি থাকবে।

৭.১০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিয়ে বেসরকারী খাতে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য বৈদেশিক/দাতা সংস্থার নিকট হতে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.১১ সকল বেসরকারী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে কলেজ ও হাসপাতালের যাবতীয় লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করবে। প্রতি আর্থিক বৎসরে কলেজ ও হাসপাতালের বাজেট গভর্নিং বডিতে পাশ করিয়ে মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জমা দিতে হবে। রেজিস্টার্ড অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতি আর্থিক বৎসরের হিসাব পরবর্তী আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পুর্বেই শেষ করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্হ্য অধিদপ্তরে জমা দিতে হবে। অডিট ফার্ম নিয়োগ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তেই হবে এবং খরচ কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়/স্বাস্হ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনে যে কোন সময় কলেজ ও হাসপাতালের যাবতীয় লেনদেন নিরীক্ষা করতে পারবে।

৮.০ **<u>পরিদর্শন ও মূল্যায়নঃ</u>**

৮.১ বেসরকারী মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন কর্ম প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুচেছদ ৪.২ এ বর্নিত কমিটি কলেজ স্থাপনের পর প্রথম ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত বছরে অন্ততঃ একবার এবং পরবর্তীতে প্রতি ০২(দুই) বছরে কমপক্ষে একবার কলেজ নিয়মিত পরিদর্শন করবে।

৮.২ অনুচেছদ-৮.১ অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শন ছাড়াও আসনবৃদ্ধিসহ কলেজের অন্যান্য যে কোন অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের জন্যে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন টিম (অনুচ্ছেদ ৪.২ এ বর্নিত) আকস্মিক পরিদর্শন ও বিশেষ পরিদর্শন করতে পারবে। পরিদর্শনের সময় নীতিমালা পালনে কলেজের সদিচছা এবং আসন সংখ্যানুপাতে বিএমডিসি প্রণীত, (Criteria & Minimum Standard Requirement for Recognizing Medical Colleges) এর শর্তাবলী অনুসৃত হচেছ কিনা মুল্যায়ন করা হবে।

৮.৩ কোন অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত ব্যতিত বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব চিত্র জানার লক্ষ্যে অনুচেছদ ৮.১ ও ৮.২ অনুযায়ী পরিদর্শনের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে না। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিদর্শনে কলেজ কর্তৃপক্ষের যে কোন নেতিবাচক ভূমিকা, অসহযোগিতা প্রদর্শন বা বাধাসৃষ্টি নীতিমালার সুস্পষ্ট লংঘন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

৮.৪ পরিদর্শনকালে কোন কলেজ যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট কলেজে আসন সংখ্যা হ্রাস বা ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সাময়িক ভাবে স্থগিত করা যাবে। অনিয়ম গুরুতর অথচ সংশোধনযোগ্য না হলে প্রয়োজনে কলেজের অনুমোদন স্থগিত/ বাতিল করা যাবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কলেজের বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের পূর্ণ এখতিয়ার মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করে, এজন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষকে কোন রকম কারন দর্শাণোর বা সংশোধনের নোটিশ দেয়া হবে না।

৯.০ **<u>বিবিধঃ</u>**

৯.১ অনুমোদনের সময় বেসরকারী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এ-নীতিমালা আবশ্যিকভাবে মেনে চলবেন মর্মে স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রচলিত মূল্যমানের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করবে। ইতোপুর্বে স্থাপিত কলেজকেও এ-নীতিমালা মানবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করতে হবে।

৯.২ কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন অথবা মেডিকেল ফ্যাকাল্টি নামকরণ করে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। নীতিমালা প্রনয়নের পুর্বে এরকম কোন প্রতিষ্ঠান থাকলে তাদেরকেও এ-নীতিমালার আওতায় এসে সংশ্লিস্ট সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হতে হবে।

৯.৩ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলী সম্পূর্ণ প্রতিপালিত না হওয়া পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না।

৯.৪ এ নীতিমালা জারি হওয়ার পর সকল বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এ নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হবে। নীতিমালার কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশিষ্ট কলেজের অনুমোদন বাতিল যোগ্য হবে।

৯.৫ কোন বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এমন নামে স্থাপন করা যাবেনা যে নামে একটি বিদ্যমান সরকারী অথবা বেসরকারী মেডিকেল কলেজ বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে স্থাপিত হয়ে উক্ত নামে বহাল আছে অথবা যে নামের সাথে প্রস্তাবিত নামের সাদৃশ্য আছে।

৯.৬ সরকার যে কোন সময় প্রয়োজনে এ-নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করতে পারবে। যেকোন রকম অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ভর্তিকৃত (কলেজ অনুমোদন বাতিল, কলেজে শিক্ষক সংকট, একাডেমিক হাসপাতালের অভাবে বাস্তব প্রশিক্ষনের অসুবিধা ইত্যাদি) ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্বাসনে কলেজের জামানত/স্থায়ী আমানত হতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে। কোন কারণে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ পরিচালনা সম্ভব না হলে মন্ত্রণালয় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য বেসরকারী মেডিকেল কলেজে বদলীর জন্য আনুসাংগিক খরচ কলেজের স্থাবর / অস্থাবর সম্পতি এবং স্থায়ী আমানত হতে মিটানোর ব্যবস্থা নেবে।

৯.৭ নীতিমালায় উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মতামত নিয়ে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিবে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।

22/6/2011

(মাহফুজা আকতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-০১৭১১-০০৯৬৫৭

নং-স্বাপকম/চিশিজ-২/আইন ও বিধি-৩/(অংশ-২)/২০০৮/১৬২(৯) তারিখঃ ২২-০৬-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ ।

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।</u>

১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
২। যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
৪। ডীন ও চেয়ারম্যান, ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
৫। পরিচালক(চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্হ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন, মহাখালী, ঢাকা।
৭। উপসচিব(চিশিজ), স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। মহা-সচিব, বি এম এ, বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৯। রেজিষ্ট্রার, বি এম এন্ড ডিসি, ২০৩, সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, ঢাকা।

22/6/2011

(মাহফুজা আকতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব

<u>অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ</u>

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতি মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

22/6/2011

(মাহফুজা আকতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব